09 MAR 1994

তারিখ 09 MAR 1994
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

দৈনিক ইত্তেফাক

51

ডাকসুর প্রার্থীপদ লইয়া ছাত্রনেতাদের তৎপরতা

রেজানুর রহমান ।। ডাকসুর প্রার্থী হওয়ার জন্য ছাত্রনেতাদের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হইয়াছে। অধিকাংশের নজর ডাকসুর ভিপি, জি,এস ও এ,জি,এস পদের প্রতি। প্রার্থী হিসাবে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চলিতেছে। সকাল হইতে দুপুর পর্যন্ত মধুর কেন্টিন ও কলাভবনে, বিকালে টিএসসিতে, সন্ধ্যায় পার্টি অফিসে ছাত্র নেতারা নিয়মিত

(১০ম পৃ: ১-এর ক: দ্র:)

ডাকসুর প্রার্থীপদ

(১ম পৃ: পর)

হাজিরা দিতে শুরু করিয়াছেন। রাজনৈতিক নেতাদের বাসায়ও ধর্ণা দেওয়া শুরু হইয়াছে। সংগঠনে ডাকসুর প্রার্থী কে হইতে পারে এই নিয়া ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা। এলাকাভিত্তিক লবিং গ্রুপিংও শুরু হইয়াছে। ক্যাম্পাসে ছোট-বড় মিলাইয়া ১৪/১৫টি ছাত্র সংগঠন সক্রিয়। ৯০-এর গণআন্দোলনের পর বাম ছাত্র সংগঠনসমূহ কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য নামে একটি ছাত্রজোট গঠন করে। ক্যাম্পাসে ইহাই একমাত্র সক্রিয় ছাত্র জোট। নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া বিরোধী ছাত্র সংগঠনসমূহের মধ্যে একটি ঐক্যের প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে। ছাত্রলীগ (ম-ই) গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য ভুক্ত ৯টি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে এই ঐক্য গঠন করা হইতে পারে। তবে নির্বাচনী ঐক্য গড়ার ব্যাপারে ছাত্রঐক্য ভুক্ত কয়েকটি ছাত্র সংগঠন মোটেই আগ্রহী নয়। পদ বন্টনের প্রক্রিয়া কি হইতে পারে এই সংশয়ের কারণে কোন কোন সংগঠন ঐক্যের ব্যাপারে চুড়ান্ত মত দিতেছে না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্র নেতা বলিলেন, মন খোলা না রাখিয়া ঐক্যের কথা বলিলে কোন কাজ হইবে না। ঐক্য গড়িতে হইলে সকল ছাত্র সংগঠনকে সমান গুরুত্ব দিতে হইবে। এই ছাত্র নেতা আশা প্রকাশ করেন, বলা যায় না, শেষ পর্যন্ত ঐক্য হইতেও পারে।

নির্বাচনে ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগ (ম-ই) প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠন হিসাবে গুরুত্ব পাইবে। ছাত্রদল হইতে ডাকসুর প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করার জন্য বি, এন, পির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট মজিবর রহমান, ডাকসুর ভিপি আমান উল্লাহ আমান এম, পি, ছাত্রদল সভাপতি ফজলুল হক মিলন, ছাত্রনেতা কামরুজ্জামান রতনকে প্রাথমিক দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। একটি সূত্র জানায়, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের একজন নেতা এবং বিশ্ববিদ্যালয় শাখার দুইজন নেতা ডাকসুর প্রধান ৩টি পদে মনোনয়ন পাইতে পারেন। অপর একটি সূত্র জানায়, ঈদের পুর্বে কোন ধারণাই করা যাইবে না। সংগঠনের কিছু নেতা-কর্মী ক্যাম্পাসের বাহিরে রহিয়াছেন। তাহাদের মধ্য হইতে একজন ডাকসুর গুরুত্বপূর্ণ একটি পদে মনোনয়ন পাইতে পারেন এই সম্ভাবনাও উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

ডাকসুতে ছাত্রলীগের প্রার্থী মনোনয়নের প্রাথমিক দিকটি দেখিতেছেন আওয়ামী লীগ নেতা ওবায়দুল কাদের, আখতারুজ্জামান, সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ ও হাবিবুর রহমান হাবিব। একটি সূত্রের মতে, অপেক্ষাকৃত তরুণরাই এইবার ছাত্রলীগ হইতে ডাকসুর প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন পাইবেন। ইহাদের মধ্যে সূর্যসেন হল শাখার একজন নেতা, জগন্নাথ হল শাখার দুইজন ছাত্র নেতা ডাকসুর ভিপি, জি, এস ও এ,জি, এস পদে মনোনয়ন পাইতে পারেন। তবে ছাত্রঐক্যের সহিত জোট গঠন হইলে এই ধারণা পাল্টাইয়া যাইতে পারে।

ঈদের বন্ধের কারণে নির্বাচনী প্রচারণায় কিছুটা শিথিলতা দেখা দিয়াছে। ঈদের পর ১৯শে মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় খুলিবে। মূলতঃ প্রচারণা জমিয়া উঠিবে তখন হইতে।